ইতিহাস অনুসন্ধান

৩৭

পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ

Kasturi

ইতিহাস অনুসন্ধান ৩৭

পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের আটত্রিশতম বার্ষিক
অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধাবলী

স ম্পা দ না

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ

পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ

১, উডবার্ন পার্ক, কলকাতা - ৭০০ ০২০

Itihas Anusandhan - 37

Collection of Essays presented at the 38th Annual Conference of Paschimbanga Itihas Samsad held at Jangipur College, Jangipur, Murshidabad, West Bengal

PEER-REVIEWED VOLUME

ISBN : 978-81-935519-7-4

প্রথম প্রকাশ
১২ জানুয়ারি, ২০২৪

কপিরাইট
পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ

প্রকাশক
আশীষ কুমার দাস
সম্পাদক
পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ
১, উডবার্ন পার্ক, কলকাতা ৭০০ ০২০
(০৩৩) ৪০৭৪ ৯৪৭২

বর্ণ সংস্থাপনা ও মুদ্রণ
এস পি কমিউনিকেশনস্ প্রাইভেট লিমিটেড
৩১বি রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০০৯

সূচিপত্র

মূল নিবন্ধকারের অভিভাষণ

স্বাভাবিক বৈষম্য : ব্রাহ্মণ্য আদর্শে ন্যায়-এর ধারণা —**কুণাল চক্রবর্তী** ১

প্রাচীন ভারত শাখার সভাপতির অভিভাষণ

আদি ঐতিহাসিক পর্বের বাংলা : একটি সমীক্ষা
—**সুস্মিতা বসু মজুমদার** ২৩

মধ্যযুগের ভারত শাখার সভাপতির অভিভাষণ

পোর্তুগিজ অভিযান, সাম্রাজ্য ও বাংলায় পত্তনি স্থাপন
(বাংলায় পোর্তুগিজদের প্রবেশ এবং তাদের অবস্থিতির চরিত্র)
—**উজ্জয়ন ভট্টাচার্য** ৪৬

আধুনিক ভারত শাখার সভাপতির অভিভাষণ

"পিতৃলোকের স্বপ্ন তোমার আস্যে/সমসুযোগের সহজ জীবন আসবে"—
প্রসঙ্গ মায়েদের সমিতি ও ১৯৪৯-এর সাতাশে এপ্রিল : অন্য স্বর, কিছু ভাবনা
—**ব্রততী হোড়** ৮১

ভারত বহির্ভূত শাখার সভাপতির অভিভাষণ

ইতিহাস এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক : বাস্তববাদ, উত্তর-উপনিবেশবাদ ও তারপর
—**শিবাশিস চ্যাটার্জি** ৯৬

বিভিন্ন বিভাগ সমূহ

প্রাচীন ভারত

বেদে ব্রাত্য সম্প্রদায়ের সামাজিক অবস্থান —**স্বাতীলেখা পোদ্দার** ১১৯

জৈনধর্মীয় প্রেক্ষিতে চিকিৎসক —**মিন্টু সন্ন্যাসী** ১২৪

বহু ব্যবহারে মদন ফল : প্রাচীন ভারতের চিকিৎসাবিদ্যা সংক্রান্ত একটি সমীক্ষা
—**প্রিয়াঙ্কা তালুকদার** ১৩২

প্রাচীন ভারতের বৌদ্ধপণ্ডিত চন্দ্রগোমিন : একটি ঐতিহাসিক মূল্যায়ন
—**বিমান চন্দ্র বড়ুয়া** ১৩৯

স্বাধীনতার ৭৫ বছরে প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি : বাংলার গ্রুপ থিয়েটারের আলোকে
—**অমৃতা মিত্র** ৭১২

সাহিত্যপত্র যখন রাজনীতিমনস্ক : 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার আলোয়
—**কস্তুরী মুখোপাধ্যায়** ৭২০

দেশভাগ, উদ্বাস্তু নারী ও নাটক —**মনীষা ভট্টাচার্য** ৭৩৩

আধুনিক বাংলা গান : গণগীতি ও র‍্যাডিক্যাল রাজনীতি
—**ডালিয়া রায়চৌধুরী** ৭৩৮

উপকূলবর্তী যুক্ত ২৪ পরগনার হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের সূচক লৌকিক সংস্কৃতি
—**সিরাজুল হালদার** ৭৪৬

কুড়মি জনগোষ্ঠীর অন্যতম কৃষিসংস্কৃতি : জিহুড় —**সন্তোষ মাহাত** ৭৫৪

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে মুর্শিদাবাদের শিক্ষা : শিক্ষা গ্রহণে
বিড়ি শ্রমিকদের অনগ্রসরতা —**মোঃ সানাউল্লাহ** ৭৬২

সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে পুরুলিয়ার নাচনি শিল্পী (১৯৪৭-২০০৭)
—**আহ্লাদ চন্দ্র মাহাত** ৭৭৩

তান্ত্রিক শিল্পকলা : প্রতীক ও দেবাত্ববাদের আদিসূত্র
—**মোহাম্মদ ফখর উদ্দিন (দ্রাবিড় সৈকত)** ৭৮২

আধুনিক ভারত : সাহিত্য-কেন্দ্রিক

ডাক্তার বনফুল বা বনফুলের ডাক্তার : বনফুলের উপন্যাসে মফঃস্বলের
চিকিৎসক ও চিকিৎসা বৃত্তান্ত —**জগন্নাথ দালাল** ৭৯৫

'সাঁওতালী বিদ্রোহী কবি' সারদাপ্রসাদ কিস্কু : কাব্য ও কার্যকলাপ
—**নিমাই মুরমু**
ধনঞ্জয় দাশ স্মৃতি পুরস্কার প্রাপ্ত প্রবন্ধ ৮০৩

ঔপনিবেশিক বাংলায় রাজবন্দিদের মুক্তির প্রয়াসে প্রবর্ত্তক পত্রিকার ভূমিকা
—**অরিজিৎ প্রামাণিক** ৮১১

প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও নবীন লেখকের গল্পে সুন্দরবনের জীবনকথা
—**রিয়া চৌধুরী** ৮১৭

এমিল জ্যাটোপেক, কলকাতা ময়দান এবং একটি বাংলা উপন্যাস :
এক নিবিড় বন্ধনের মায়াবী ইতিহাস —**পারমিতা রায়** ৮২৫

আধুনিক ভারত : নারী

নারী চেতনার উন্মেষে বাংলা সাময়িকী 'ভারতী'-র ভূমিকা
—**রাখী দাস** ৮৩৫

সাহিত্যপত্র যখন রাজনীতিমনস্ক : 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার আলোয়

কস্তুরী মুখোপাধ্যায়*

'চতুরঙ্গ' রাজনৈতিক পত্রিকা নয় কিন্তু রাজনীতিকে এড়িয়ে চলেনি এই পত্রিকা। আটষট্টি বছরের আয়ুষ্কালে (প্রাথমিক ও মূল জীবৎকাল) এক হাজার তিনশো ছিয়াশিটি নিবন্ধের মধ্যে অন্তত একশো তিরাশিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও চিন্তাশীল রাজনৈতিক নিবন্ধ সেখানে ছাপা হয়েছিল। 'চতুরঙ্গ'-এর পরিশীলিত চেহারার সঙ্গে যাঁদের চাক্ষুষ পরিচয় আছে, তাঁরা জানেন মননশীল প্রবন্ধ দিয়ে 'চতুরঙ্গ'-এর বহু সংখ্যা শুরু হয়েছে। এমনকি এর ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধটিই তাই। লিখেছিলেন সুশোভন সরকার। প্রবন্ধের নাম 'সাম্যবাদের উৎপত্তি ও পরিণতি'।

'চতুরঙ্গ'-এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক হুমায়ুন কবির শুধু সাহিত্য ও বিদ্যা জগতের মানুষ ছিলেন না। তিনি সরাসরি রাজনীতির সঙ্গেও জড়িয়েছিলেন। সেই কারণে, কলাকৈবল্যবাদী সাহিত্যিকদের মতে তাঁর পত্রিকা চলবে না এটা ধরে নেওয়া যায়। নানা ঘরানার চিন্তক ও ভাবুকরা বিভিন্ন রাজনীতির কথা তাঁদের জ্ঞান-বুদ্ধি মতো বলেছেন। আবার কোনো একটি নির্দিষ্ট আদর্শের রাজনীতি নিয়ে লিখেছেন ভিন্ন মত ও পথের রাজনীতিতে বিশ্বাসী মানুষরা।

১৩৪৫-এর আশ্বিন থেকে ১৪১৬-র মাঘ-চৈত্র পর্যন্ত ধরলে 'চতুরঙ্গ'-এর দীর্ঘ আটষট্টি বছরের বেশিরভাগটাই ঢুকে আছে বিংশ শতাব্দীতে।

বিশ শতকের বিশ্ব ছিল লোকভাষ্যে তিনরকম— প্রথম বিশ্ব, দ্বিতীয় বিশ্ব এবং তৃতীয় বিশ্ব। বাণিজ্য ও বিজ্ঞানের বলে বলীয়ান ইউরোপ ও বিকল্প ইউরোপ (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) ছিল সাম্রাজ্যবাদ ও ধনবাদের প্রতিভূ স্বরূপ প্রথম বিশ্বের অধিকর্তা। সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের প্রতিভূস্বরূপ সোভিয়েত রাশিয়া আর চীনের গোষ্ঠীভুক দেশগুলিকে বলা হত দ্বিতীয় বিশ্ব। এর মধ্যে ইউরোপ ও লাতিন আমেরিকার কিছু দেশও ছিল। আর হত-দরিদ্র, উপনিবেশবাদ কবলিত আফ্রো-এশিয় দেশগুলি ছিল তৃতীয় বিশ্ব। এই তিনের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ কবলিত ও আভ্যন্তরীন সামন্তবাদে জর্জরিত তৃতীয় বিশ্ব আখ্যাত দেশ ছিল ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষ যে ধরনের সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার মধ্যে অধিষ্ঠিত ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মুখে তার সামনে ছিল সাকুল্যে দুটি মুক্তিসূত্র। এক, গণতন্ত্র, দুই, সমাজতন্ত্র। গণতন্ত্রের শিক্ষক ছিল ইউরোপ-

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ভবানীপুর এডুকেশন সোসাইটি কলেজ

আমেরিকা। বাইরের দেশে সাম্রাজ্যবাদ আর নিজের দেশের জন্য গণতন্ত্র ছিল তাদের জপমন্ত্র। সমাজতন্ত্র আর সাম্যবাদের শিক্ষক ছিল সোভিয়েত রাশিয়া। ইউরোপ-আমেরিকার গণতন্ত্রের বিকল্পে অন্য একটি সমাজ আদর্শের ছবি বিশ্বের সামনে তারা এঁকেছিল। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে তবেই ভারতবর্ষে গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব ছিল। তার জন্য দুটি পথ তার পক্ষে অবলম্বন করা সম্ভব ছিল। এক, অসহযোগ ও সহনশীল অহিংসা। দুই, অসহিষ্ণু সমরবাদ বা ঢিলের বদলে পাটকেল নীতি। গান্ধীজির নেতৃত্বে অসহযোগ অহিংসার পথে সাম্রাজ্যবাদ মোকাবিলা ও নেতাজি সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে সমরবাদ সংগঠিত করে দেশকে মুক্ত করা। গান্ধীজির নেতৃত্বে অসহযোগ ও অহিংসার পথটি ছিল ভারতের নিজস্ব মুক্তিসূত্র। আর নেতাজি যে সমরবাদের পথ ধরতে চেয়েছিলেন তা সাম্রাজ্যবাদীদের চিরকালের অস্ত্র। তাদের পারস্পরিক সংঘাতের সুযোগ নিয়ে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার জন্য আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন। দুর্ঘটনাক্রমে নেতাজির দিল্লি চলো অভিযান চলনপথেই হারিয়ে গেছে। ভারতীয় রাজনীতিতে কার্যকরীরূপে থেকে গেল তিনটি উপাদান। প্রথম বিশ্বের গণতন্ত্র, দ্বিতীয় বিশ্বের সমাজতন্ত্র ও ভারতবর্ষের নিজস্ব ঘরের জিনিস হিসেবে অহিংসানির্ভর অসহযোগতন্ত্র। চ্যালেঞ্জ বলতে, সাম্রাজ্যবাদ ঠেকিয়ে তাদের গণতন্ত্র ও হিংসা এড়িয়ে সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ পরিগ্রহণ— এই হল ভারতীয় রাজনীতির জপমন্ত্র।

'চতুরঙ্গ' পত্রিকা তার রাজনীতিচর্চায় যা করেছে তা হল, গান্ধীবাদের ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়ে সোভিয়েত রাশিয়ায় বিকশিত মার্কসের সাম্যবাদ ও সমাজতন্ত্রকে ক্রমাগত যাচাই করে যাওয়া। সাম্যবাদ ও সমাজতন্ত্রকে সে বিচার করেছে নানাভাবে। এর দুটি পর্ব। প্রথম পর্বে সাম্যবাদ ও সমাজতন্ত্রকে গ্রহণ (reception) করার লক্ষ্যে যাচাই; দ্বিতীয় পর্বে সোভিয়েত রাশিয়ার পতনের আগে-পরে কোথায় ছিল তার ছিদ্র? তার বিদায় কি চিরবিদায়? এরপর কি হবে? সেইসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজা।

প্রথম পর্বে প্রকাশিত সাম্যবাদ ও সমাজতন্ত্র বিষয়ক প্রবন্ধের একটি নমুনা তালিকা উদ্ধার করা হল,

সাম্যবাদের উৎপত্তি ও পরিণতি— সুশোভন সরকার— ১ম বর্ষ-১ম সংখ্যা (আশ্বিন ১৩৪৫)

ট্রটস্কিবাদ— ফিরিশতা— ৩য় বর্ষ-১ম সংখ্যা (আশ্বিন ১৩৪৭)

লিঁয় ট্রটস্কি— মানবেন্দ্রনাথ রায়— ৩য় বর্ষ-১ম সংখ্যা (আশ্বিন ১৩৪৭)

মার্ক্সীয় জড়বাদ ও সমাজতন্ত্র— বটকৃষ্ণ ঘোষ— ৭ম বর্ষ-২য় সংখ্যা (পৌষ ১৩৫১)

দ্বান্দ্বিক জড়বাদ— সঞ্জয় ভট্টাচার্য— ৭ম বর্ষ-৩য় সংখ্যা (চৈত্র ১৩৫১)

ঐতিহাসিক জড়বাদ— হুমায়ুন কবির— ৭ম বর্ষ-৩য় সংখ্যা (চৈত্র ১৩৫১)

ধনতন্ত্র ও শ্রেণিসংগ্রাম— হুমায়ুন কবির— ৮ম বর্ষ-১ম সংখ্যা (আশ্বিন ১৩৫২)

বুখারিনের জড়বাদ— শশধর ঘোষ— ৮ম বর্ষ-২য় সংখ্যা (পৌষ ১৩৫২)

জাতীয়তা, গণতন্ত্র, সমাজবাদ— নরেন্দ্র দেব— ১৩ বর্ষ-১ম/২য় সংখ্যা (বৈশাখ-আশ্বিন ১৩৫৮)

সাম্যবাদ ও ডেমোক্রেসী— অন্নদাশঙ্কর রায়— ১৭ বর্ষ-১ম সংখ্যা (বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬২)

সোভিয়েত কম্যুউনিজম ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন— অম্লান দত্ত— ১৮ বর্ষ-৩য় সংখ্যা (কার্তিক-পৌষ ১৩৬৩)

সুশোভন সরকার 'চতুরঙ্গ'-এর প্রথম প্রবন্ধে লিখেছিলেন—

ইউরোপের সাম্প্রতিক ইতিহাস ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লব থেকে আরম্ভ করা কিছু অন্যায় হয় না। এই বিপ্লবের পিছনে একটা বিশিষ্ট মতবাদ ও দীর্ঘ আন্দোলন ছিল। সে-মতবাদ এবং প্রচেষ্টা উভয় অর্থেই কমিউনিজম, অথবা সাম্যবাদ কথাটির ব্যবহার আছে। উভয়কেই রূপ দিয়েছিলেন কার্ল মার্ক্স ও তাঁর আজীবন সহকর্মী ফ্রিডরিক এঙ্গেলস। এই সাধনা তাঁদের মৃত্যুর বহু পরে আজকের ইউরোপে এক প্রচণ্ড শক্তিতে পরিণত হয়েছে।[১]

'ভারতবর্ষ ও সমাজতন্ত্রবাদ' প্রবন্ধে হুমায়ুন কবির লিখেছেন—

সমাজতান্ত্রিক স্বাধীন ভারতবর্ষই হবে ভবিষ্যৎ বিশ্ব সমাজতন্ত্রের ভিত্তি।[২] এর সম্পূর্ণ বিপরীত মত পোষণ করেছেন লুসিয়ঁ লরা। অন্যদিকে বিমলচন্দ্র সিংহ 'ইতিহাসের শিক্ষা ও ভারতের রাজনৈতিক কর্মসূচি' (৭ম বর্ষ-৪র্থ সংখ্যা) নিবন্ধে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে গণতান্ত্রিক দেশগুলি অভিভাবক মানছেন সোভিয়েত রাশিয়াকেই।

ওদিকে সোভিয়েত রাশিয়ায় দেখা যেতে থাকল দুঃসময়ের ছায়া। গ্লাসনস্ত, পেরেস্ত্রৈকা করেও শেষরক্ষা হল না। প্রথম ভাঙল বার্লিন প্রাচীর, পরে সোভিয়েত ইউনিয়ন। এরপর কি হবে? কোথায় বাঁধা হবে নোঙর? দ্বিতীয় পর্বের সেইসব 'চতুরঙ্গী'য় নিবন্ধের একটা নমুনা তালিকা পেশ করা হল,

ভারতবর্ষে বামপন্থার স্বরূপ ও ভবিষ্যৎ— সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী— ৪৬ বর্ষ-৭ম সংখ্যা (কার্তিক ১৩৯২)

ইতিহাস : বামপন্থা : ভবিষ্যৎ— সরোজ মুখোপাধ্যায়— ৪৭ বর্ষ-২য় সংখ্যা (জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৩)

পেরেসত্রোইকা এবং সমাজতান্ত্রিক পুনর্নবায়নের সমস্যা— অজিত রায়— ৮৯ বর্ষ-৭ম সংখ্যা (কার্তিক ১৩৯৫)

সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজবাদের পুনর্নবীকরণ— জয়ন্তকুমার রায়— ৪৯ বর্ষ-১২ সংখ্যা (চৈত্র ১৩৯৫)

বিপ্লব : সংকট নয়, চাই সন্ধান, শুদ্ধি, সংকল্প— হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়— ৫০ বর্ষ-৭ম সংখ্যা (কার্তিক ১৩৯৬)

কমিউনিস্ট দুনিয়া ভাঙনের মুখে কেন?— সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী— ৫০ বর্ষ-১০ম সংখ্যা (মাঘ ১৩৯৬)

চীন এবং সোভিয়েতে অর্থনৈতিক সংস্কার— জয়ন্তকুমার রায়— ৫০ বর্ষ-১১ সংখ্যা (ফাল্গুন ১৩৯৬)

সমাজতন্ত্রের সমস্যাবলী-নতুন পথের সন্ধানে— সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী— ৫০ বর্ষ-৯ম সংখ্যা (পৌষ ১৩৯৬)

সাম্যবাদের সংকট— অম্লান দত্ত— ৫১ বর্ষ-১ম সংখ্যা (বৈশাখ ১৩৯৭)

মার্কসীয় দর্শন জিজ্ঞাসা— সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী— ৫১ বর্ষ-১ম সংখ্যা (বৈশাখ ১৩৯৭)

নীচের তলা থেকে বিপ্লব— শিবনারায়ণ রায়— ৫১ বর্ষ-৩য় সংখ্যা (আষাঢ় ১৩৯৭)

সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যত— বদরুদ্দীন উমর— ৫১ বর্ষ-৭ম সংখ্যা (কার্তিক ১৩৯৭)

মানুষের ধর্ম ও কার্ল মার্কস— সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী— ৫১ বর্ষ-৮ম সংখ্যা (অগ্রহায়ণ ১৩৯৭)

সমাজতন্ত্রের সংকট : বিশ্বসংকট— জ্যোতি ভট্টাচার্য— ৫২ বর্ষ-১২ সংখ্যা (চৈত্র ১৩৯৮)

সোভিয়েত সমাজতন্ত্র : একটি সংক্ষিপ্ত অর্থনৈতিক ধারাভাষ্য— সৌরিন ভট্টাচার্য— ৫৩ বর্ষ-১০ সংখ্যা (মাঘ ১৩৯৯)

এই সময়েই ৪৬ বর্ষ-৪র্থ সংখ্যাতে সুভো ঠাকুরের আঁকা একটি মুখপাত্রের ছবি আমাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে না। সুনীল সেন-এর 'ভারতবর্ষে বামপন্থার স্বরূপ ও ভবিষ্যৎ' নিবন্ধের ঠিক আগে ছবিটি ছাপা হয়েছিল।

৪৬ বর্ষ-৪র্থ সংখ্যাতে সুভো ঠাকুরের আঁকা 'চতুরঙ্গ'-এর মুখগাতের ছবি

সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ নিয়ে লেখার উপরেই 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার ঝোঁক ছিল বেশি। তবে প্রাসঙ্গিক অন্যান্য তাত্ত্বিক প্রসঙ্গও সেখানে স্থান পেয়েছে। ট্রটস্কিবাদ নিয়ে লিখেছেন ফিরিশতা (৩য় বর্ষ-১ম সংখ্যা), লিঁয় ট্রটস্কিকে নিয়ে লিখেছেন স্বয়ং মানবেন্দ্রনাথ রায় (৩য় বর্ষ-১ম সংখ্যা)। তিনি ট্রটস্কির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন।

নৈরাজ্যবাদ নিয়ে দশ কিস্তিতে অত্যন্ত

পাণ্ডিত্যপূর্ণ দীর্ঘ একটি লেখা লিখেছিলেন অতীন্দ্রনাথ বসু (১৯ বর্ষ-৪র্থ সংখ্যা থেকে ২২ বর্ষ-৪র্থ সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল সেই লেখা)। ফ্যাসিবাদ নিয়ে লিখেছিলেন মিনু মাসানি (৮ম বর্ষ-২য় সংখ্যা)। ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন সন্ত্রাসবাদ নিয়ে— 'স্বপ্ন ও দুঃস্বপ্ন : আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ' (৪৬ বর্ষ ৯ম সংখ্যা)। 'সন্ত্রাসবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদ' (৬৩ বর্ষ ১ম/২য় সংখ্যা) বিষয়ে লিখেছিলেন জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়।

গণতন্ত্র নিয়ে বেশ কয়েকটি লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। তার নমুনা তালিকা এইরকম—

গণতন্ত্রের সংকট— সুশোভন সরকার— ১ম বর্ষ-২য় সংখ্যা (পৌষ ১৩৪৫)

গণতন্ত্রের অপমৃত্যু— লুই ফিসার— ৫ম বর্ষ-৪র্থ সংখ্যা (আষাঢ় ১৩৫০)

গণতন্ত্র ও শিক্ষা— হুমায়ুন কবির— ১১ বর্ষ-৪র্থ সংখ্যা (মাঘ-চৈত্র ১৩৫৬)

জাতীয়তা, গণতন্ত্র, সমাজবাদ— নরেন্দ্র দেব— ১৩ বর্ষ-১ম সংখ্যা (বৈশাখ-আশ্বিন ১৩৫৮)

সাম্যবাদ ও ডেমোক্রেসী— অন্নদাশঙ্কর রায়— ১৭ বর্ষ-১ম সংখ্যা (বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬২)

গণমাধ্যম বনাম গণতন্ত্র— সুনীল সেনগুপ্ত— ৪৫ বর্ষ-৮ম সংখ্যা (অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩৯১)

ভারতে সংসদীয় গণতন্ত্র— পুলকনারায়ণ ধর— ৫২ বর্ষ-১ম সংখ্যা (বৈশাখ ১৩৯৮)

ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র বনাম সংঘ পরিবার— গৌরকিশোর ঘোষ— ৫৩ বর্ষ-১১ সংখ্যা (ফাল্গুন ১৩৯৯)

লুই ফিসার তাঁর প্রবন্ধে বলেছিলেন, গণতন্ত্র চিরদিনই প্রশান্ত ও মধ্যপন্থী। গণতন্ত্র প্রকৃতিগতভাবে ধর্মনিরপেক্ষ। ধর্মীয় পরিচয় দেখে অধিকার প্রসারিত বা সঙ্কুচিত করলে গণতন্ত্র বজায় থাকে না। ১৯৯২ সালে ৬ ডিসেম্বর ধর্মীয় ফ্যাসিবাদিদের আক্রমণে বাবরি মসজিদ ধূলিস্যাৎ হলে তা নিয়ে গৌরকিশোর ঘোষ লিখেছেন, বাঘের গায়ে হিন্দুত্ববাদের গেরুয়া বসন চেপেছে, বিজেপি তথা গোটা সংঘ পরিবার ধর্মান্ধ ফ্যাসিবাদের নিশান উড়িয়ে ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রবাদীদের বিরুদ্ধে সার্বিক আক্রমণ শুরু করেছে, তখন কী দেখছি? সেকুলার গণতন্ত্রবাদীদের ছত্রভঙ্গ অবস্থা।[৩]

সাম্রাজ্যবাদের বিপরীত শব্দ জাতীয়তাবাদ। এই জাতীয়তাবাদের সংগ্রামী সাধনা কোন পথে অগ্রসর হবে তা নিয়ে কেউ বাতলান, অহিংসা-অসহযোগের পথ (গান্ধী), কেউ বা পাল্টা বিক্রমে পরে নিতে চান সামরিক পোশাক (নেতাজি), কেউ খুঁজে বেড়ান সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সূত্র (এম.এন. রায়)। কেউ আবার বেছে নেন

এক্সট্রিমিস্ট চ্যালেঞ্জের পথ। 'চতুরঙ্গ'-এর পৃষ্ঠাতে জাতীয়তাবাদ নিয়ে নানা আলোচনা পর্যালোচনা উঠে এসেছে।

জাতীয়তা, গণতন্ত্র, সমাজবাদ— নরেন্দ্র দেব— ১৩ম/১ম ও ২য় (বৈশাখ-আশ্বিন ১৩৫৮)

রবীন্দ্রনাথ ও জাতীয়তাবাদ— আইজায়া বার্লিন (অনু দেবব্রত মুখোপাধ্যায়)— ২৩ বর্ষ-৩য় সংখ্যা (কার্তিক-পৌষ ১৩৬৮)

জাতীয়তাবাদের স্বরূপ ও ভবিষ্যৎ— দেবী চট্টোপাধ্যায়— ৩১ বর্ষ-১ম সংখ্যা (বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৬)

দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার জাতীয়তাবাদী আন্দোলন— হিতেশরঞ্জন সান্যাল— ৩৮ বর্ষ-১ম/২য় সংখ্যা (বৈশাখ-আষাঢ়, কার্তিক-পৌষ ১৩৮৩)

ভারতের জাতীয়তাবাদী-বিপ্লবী আন্দোলন— অমলেন্দু দে— ৪৬ বর্ষ-১১ সংখ্যা (ফাল্গুন ১৩৯২)

জাতীয়তাবাদী নেতা মৌলানা আজাদ— নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত— ৫৩ বর্ষ-১০ম সংখ্যা (মাঘ ১৩৯৯)

জাতীয়তাবাদ ও জাতীয়তাবোধ— গৌরী আইয়ুব— ৫৪ বর্ষ-২য় সংখ্যা (বর্ষা ১৪০০)

স্বদেশি আন্দোলনে ভদ্রলোক নেতৃত্ব : সাফল্য ও ব্যর্থতা— অমিয়কুমার সামন্ত—৬৬ বর্ষ-১ম সংখ্যা (কার্তিক-পৌষ ১৪১৩)

দেবী চট্টোপাধ্যায় 'জাতীয়তাবাদের স্বরূপ ও ভবিষ্যৎ' নিবন্ধে বিস্তারিতভাবে বিভিন্ন দেশে জাতীয়তাবাদের অভিজ্ঞতা বিচার করে দেখিয়েছেন কোথাও কোথাও তা পররাজ্যলোভী, আগ্রাসী ভূমিকায় পতিত হলেও (যেমন ফ্যাসিস্ট ইতালি বা নাৎসী জার্মানি) এবং তাত্ত্বিকভাবে মার্কসবাদীরা তাকে আন্তর্জাতিক ঐক্যের বিরোধী বলে ব্যাখ্যা করলেও, 'জাতীয়তাবাদ এখনো পৃথিবীর অনেক দেশে বরণীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তিরূপে ব্যবহৃত হতে পারে।' অমলেন্দু দে বলেছেন, সর্বশেষস্তরে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অগ্রণী নেতা ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু ও রাসবিহারী বসু। রাসবিহারী বসু অরবিন্দের প্রজ্জ্বলিত বৈপ্লবিক বহ্নিশিখা তুলে দেন সুভাষচন্দ্রের হাতে। কিন্তু তার আক্ষেপ, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যায় থেকে ভারতের মুক্তি সংগ্রাম প্রধান তিনটি স্রোতধারায় প্রবাহিত হয়। (ক) জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক আন্দোলন; (খ) অহিংসা নীতিকে অবলম্বন করে মহাত্মা গান্ধী-পরিচালিত জাতীয়তাবাদী আন্দোলন; (গ) কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত মার্ক্সবাদী বৈপ্লবিক আন্দোলন। দুঃখের কথা হল এই যে, এই তিনটি প্রধান স্রোতধারা কে মহাসঙ্গমে মিলিত হয়ে দেশের সমগ্র সামাজিক রাজনৈতিক কাঠামোকে নবরূপ দান করতে সক্ষম হয়নি।[৪]

হিতেশরঞ্জন সান্যাল 'দক্ষিণ পশ্চিম বাংলার জাতীয়তাবাদী আন্দোলন' নিবন্ধে দুটি গুরুতর সমস্যার কথা তুলে এনেছেন— এক, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে মুসলমান সম্প্রদায়ের যুক্ত থাকা বিযুক্ত থাকা। দুই, নিয়মতন্ত্রী জাতীয়তাবাদী ও সন্ত্রাসবাদী জাতীয়তাবাদীদের সম্পর্ক। উপনিবেশ কবলিত ভারতবর্ষের মুক্তির তিনটি দিশা ছিল চোখের সামনে— অহিংসা ও অসহযোগের পথ, সাম্যবাদ ও সমাজতন্ত্রের পথ ও প্রত্যাঘাতমুখী সমরবাদের পথ। সাম্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের সন্ধানে মানবেন্দ্রনাথ রায় গিয়ে উঠেছিলেন ফলিত মার্কসবাদের দেশ সেভিয়েত রাশিয়ায় আর সমরবাদের সহযোগী সন্ধান করতে নেতাজি সুভাষচন্দ্র জার্মানি, ইতালি হয়ে জাপানে পৌঁছেছিলেন। আর সাম্যবাদ সমাজতন্ত্রবাদের চেতনাতেও বাঙালি দীক্ষিত হতে দ্বিধা করেনি। চল্লিশের দশকে মার্কসবাদী চেতনায় বাঙালি বুদ্ধিজীবী, সংগঠক, শিল্পী, সাহিত্যিকরা উদ্দীপিত ছিল। সাম্যবাদী চেতনা এবং চরমপন্থী প্রত্যাঘাতের সূত্র দুই-ই বাইরে থেকে আমদানি করা। কিন্তু ঘটনাক্রমে বঙ্গসন্তানরা দুই ক্ষেত্রেরই সূচনাকারী এবং নেতৃত্বদানকারী সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। অন্যদিকে অহিংসা, সত্যাগ্রহও অসহযোগের দিশা দেখিয়েছিলেন গান্ধীজি। তিনি দেশের মানুষ কিন্তু বাঙালি নন। ফলে বিশ্ব রাজনীতিতে তাঁর এই আন্দোলন নতুন মাত্রা যুক্ত করলেও বাঙালি তাঁকে নিঃসংশয়ে মেনে নেয়নি। 'চতুরঙ্গ' বাঙালির পত্রিকা, বাংলা ভাষায় লেখা পত্রিকা। ঘটনাক্রমে এই পত্রিকার পরিচালন প্রক্রিয়ায় ও লেখালিখিতে যাঁরা ঘরের মানুষ হয়ে উঠেছিলেন তাঁদের একটা অংশ ছিল গান্ধী ঘরানার। ফলে খুব অপেক্ষিত ছিল গান্ধীর রাজনৈতিক দর্শন, তাঁর মত ও কর্ম প্রক্রিয়া নিয়ে গভীরতাপূর্ণ আলোচনা হবে। কিন্তু বস্তুত সেরকম হয়নি। আমরা দেখেছি সাম্যবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ নিয়ে আশা ও হতাশার ভরা প্রচুর উত্তেজিত আলোচনা হয়েছে এই পত্রিকায়। করেছেন প্রধানত গান্ধীবাদী চিন্তকরা। কিন্তু গান্ধীবাদ নিয়ে সেই পরিমাণ আলোচনা হয়েছে— তা বলা যায় না। মার্কসবাদ বা সমাজতন্ত্রবাদের নেতিবাচক আলোচনায় তাঁরা যে পরিমাণ উৎসাহ ব্যয় করেছেন গান্ধীবাদের ইতিবাচক আলোচনায় তাঁদের সেই মনোযোগ দেখা যায়নি। এটা বিশেষভাবে নজরে পড়ার মতো ব্যাপার। কিন্তু গান্ধীবাদ একেবারেই ব্রাত্য ছিল না। এ প্রসঙ্গে গান্ধী ও গান্ধীবাদ নিয়ে প্রকাশিত একটি নিবন্ধ তালিকার উপর নজর রাখা যেতে পারে

অহিংস অসহযোগ— বটকৃষ্ণ ঘোষ— ১ম বর্ষ-৩য় সংখ্যা (চৈত্র ১৩৪৫)

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী— আলী আর্শফ— ৫ম বর্ষ-১ম সংখ্যা (আশ্বিন ১৩৪৯)

মহাত্মা গান্ধী— অমিয় চক্রবর্তী— ৭ম বর্ষ-৪র্থ সংখ্যা (আষাঢ় ১৩৫২)

গান্ধীকে নিয়ে কিছু ভাবনা— জর্জ অরওয়েল (অনু. মানসী দাশগুপ্ত)— ৪৫ বর্ষ-১ম সংখ্যা (বৈশাখ ১৩৯০)

জাতীয় কংগ্রেসে গান্ধীর আবাহন ও বিসর্জন— অমলকুমার মুখোপাধ্যায়— ৪৬ বর্ষ-১০ম সংখ্যা (মাঘ ১৩৯২)

গান্ধীজী, হিন্দুধর্ম এবং অন্য ব্যাখ্যাতাগণ— শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়— ৫০ বর্ষ-৯ম সংখ্যা (পৌষ ১৩৯৬)

গান্ধীর চ্যালেঞ্জ— শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়— ৫২ বর্ষ-৯ম সংখ্যা (পৌষ ১৩৯৮)

মহাত্মা— সুনীল সেন— ৫৫ বর্ষ-২য় সংখ্যা (কার্তিক ১৪০১)

সত্যসন্ধী গান্ধীজি— স্বামী লোকেশ্বরানন্দ— ৫৫ বর্ষ-২য় সংখ্যা (কার্তিক ১৪০১)

মহাত্মা গান্ধী স্মরণে— হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়— ৫৫ বর্ষ-২য় সংখ্যা (কার্তিক ১৪০১)

বিশ শতকের পাঁচ এবং ছয়ের দশক অশান্ত কাল। বাংলাদেশ ভাষা আন্দোলনে উত্তাল— প্যান ইসলামের ঘেরাটোপ থেকে বের হয়ে আসতে চাইছে একটা জাতি। খুবই অপেক্ষিত ছিল 'চতুরঙ্গ'-এ তার উজ্জীবিত প্রতিধ্বনি। কিন্তু 'চতুরঙ্গ'-এ তার দু-একটি স্ফুলিঙ্গের বেশি কিছু পাওয়া যায় না। চীন-ভারত যুদ্ধ, ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ, কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিবিভাজন, পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসবিরোধী রায়, যুক্ত ফ্রন্ট গঠন, ভিয়েতনামে মার্কিন আগ্রাসন, কলকাতার পথে পথে 'তোমার নাম আমার নাম ভিয়েতনাম ভিয়েতনাম', চীনপন্থী রাজনীতির জন্ম, দেওয়ালে দেওয়ালে লিখন 'বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস'— এসবের প্রতিচ্ছবিও 'চতুরঙ্গ'-এ পড়েনি সেভাবে। তবে একেবারেই নেই— তা নয়। দেশে দেশে যে কমিউনিস্ট দল-উপদলের বিভাজনী সংকট মাথাচাড়া দিচ্ছিল তার আভাস হারবার্ট লুসির 'আশ্রয়হীন ফরাসী বামপন্থী' (কার্তিক-পৌষ ১৩৫৭) নামক লেখায় মেলে। লুসি লিখেছেন—

প্যারিতে এই অগণিত বামপন্থীদের আনাগোনা দেখলে প্রথমে সত্যিই অর্থহীন মনে হয়। প্রত্যেক দলই জনসাধারণকে আহ্বান করে— কিন্তু জনসাধারণ কারো কথাই শোনে না।[৫]

মেরী ম্যাকার্থীর 'ভিয়েতনাম' (শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৪) রচনায় আছে ভিয়েতনামকে স্বচক্ষে দেখার জীবন্ত ছবি। ম্যাকার্থী লিখেছেন—

সি.আই.এ. বুদ্ধিজীবীদের বড় ভালোবাসে। ভিয়েতনামে একজন বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে দেখা হলে তিনি সি.আই.এ.-র এজেন্ট না সি.আই.এ.-র চষা জমিতে গজানো গাজর বুঝতে পারা যায় না।... চাষীর গায়ে আঁচড় কাটুন, বুর্জোয়ার দেখা পাবেন। কর্নেল কর্সন আমাকে বললেন, তিনি আঁচড় কেটেই চলেছেন।[৬]

তারপর সাতের দশক। স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠন, শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ 'তোমরা আমারে দাবায়ে রাখতে পারবা না।' খানসেনাদের

নির্বিচারে বাঙালি নিধন, পশ্চিমবঙ্গে সিদ্ধার্থশঙ্কর জমানা, মহাশ্বেতা দেবীর 'হাজার চুরাশির মা', এমার্জেন্সি, কেন্দ্রে-রাজ্যে কংগ্রেসের পতন, আটাত্তরের বিধ্বংসী বন্যা, অবতলের ক্ষমতায়ন এবং পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় বামফ্রন্ট সরকার। এই প্রজ্জ্বলন্ত দ্রুত ধাবমান দশকেও 'চতুরঙ্গ' সংবাদপত্রীয় উত্তাপ-উত্তেজনার বাইরে রাখতে পেরেছিল নিজেকে। কোনো প্ররোচনাতেই সে মাথা গলায়নি। তবে ইয়াহিয়া বাহিনী ঠিক কোন সময় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও শিল্পী সাহিত্যিক নিধনকর্মে তার ছাপ 'চতুরঙ্গ'-এর ৩২ বর্ষ-৩য় সংখ্যায় (কার্তিক-পৌষ ১৩৭৭) আছে 'কালো মাটির কালো পুতুল' নামে শঙ্খ ঘোষের একটি নিবন্ধে। বিহ্বল হয়ে শঙ্খ ঘোষ লিখেছেন— জসীমুদ্দিন থেকে শুরু করে শামসুর রহমান পর্যন্ত কবিরা এখন কোথায়, এই মুহূর্তে? ইয়াহিয়ার সৈন্যরা না কি গুঁড়িয়ে দিয়েছে ইত্তেফাকের আফিস, ধ্বংস করেছে তার সাংবাদিক কর্মীদের। তা হলে আল মাহমুদ? কোথায় এখন তিনি? বোমায় বিধ্বস্ত রঙপুর। কায়সুল হক? ঢাকার জসীমুদ্দিন রোডেও কি ঢুকেছিল ইয়াহিয়ার ট্যাঙ্ক? বাংলাদেশের মুক্তিযুক্ত আজ পনেরো দিন পুরোনো হল, এর মধ্যে আমরা জেনেছি কীভাবে সামরিক অত্যাচার প্রথমেই ছুটে যাচ্ছে যে কোনো বুদ্ধিজীবীর দিকে।[৭]

আট পেরিয়ে নয়ের দিকে যেতে 'চতুরঙ্গ' রাজনৈতিক উত্থানপতনের ঘটনায় আগের তুলনায় অনেক বেশি সংবেদনশীল হয়ে ওঠে। দেশের নানা প্রান্তে মাথা তোলে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন। গোর্খাল্যান্ড-খালিস্তান আন্দোলন, ব্লু-স্টার অপারেশন, ইন্দিরা গান্ধী হত্যা, এল.টি.টি.ই., সুইসাইড স্কোয়াডের বোমায় রাজীব গান্ধী নিধন, বার্লিন প্রাচীরের ভেঙে পড়া, সোভিয়েত রাশিয়ার পতন। তার আগে পেরেসত্রোইকা, গ্লাসনস্ত, হিন্দুত্ববাদের উত্থান, বাবরি মসজিদ ভাঙায় 'চতুরঙ্গ' তার মননশীল প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল। অজিত রায়ের 'পেরেসত্রাইকা এবং সমাজতান্ত্রিক পুনর্নবায়নের সমস্যা' (কার্তিক ১৩৯৫), জয়ন্তকুমার রায়ের 'সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজবাদের পুনর্নবীকরণ' (চৈত্র ১৩৯৫), সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীক 'কমিউনিস্ট দুনিয়া ভাঙনের মুখে কেন' (অগ্রহায়ণ ১৩৯৬), জয়ন্তকুমার রায়ের 'চীন ও সোভিয়েতে অর্থনৈতিক সংস্কার'-এর (ফাল্গুন ১৩৯৬) পাশাপাশি ও গৌতম নিয়োগীর 'রামজন্মভূমি বনাম বাবরি মসজিদ' (মাঘ ১৩৯০) খাজিম আহমেদ-এর 'ইতিহাসচর্চা ও সাম্প্রদায়িকতা' (ফাল্গুন ১৩৯৪), গৌরকিশোর ঘোষ-এর 'ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র বনাম সংঘ পরিবার' (ফাল্গুন ১৩৯৯)— এইসব নিবন্ধের মধ্যে তার জাগ্রত প্রমাণ আছে। মধ্য প্রাচ্য নিয়ে এ.ডাবলু. মাহমুদ 'উপসাগরীয় সংকটের পটভূমি' (ফাল্গুন ১৩৯৭) নামে একটি লেখা লিখেছিলেন। গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং-এর সময় 'চতুরঙ্গ' মৌন থাকলেও নয়ের দশকে ফিরে দেখেছিল সেই ভয়ঙ্কর ঘটনাকে। 'কলকাতায় আগস্ট ১৯৪৬-এর ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ডের আগে ও পরে' (পৌষ ১৩৯৬) নিয়ে

লিখেছিলেন অশোক মিত্র। বিভক্ত বাংলার বেদনাময় ইতিহাসকে তথ্যনিষ্ঠভাবে তুলে ধরেছিলেন সচ্চিদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'অবিভক্ত বাংলার শেষ অধ্যায় ১৩৯৭-৪৭' (ভাদ্র ১৩৯৭ থেকে আশ্বিন ১৩৯৭) নামক ধারাবাহিক লেখায়। সমস্যা ও সমাধানসূত্রের যাবতীয় জট নিয়ে 'চতুরঙ্গ' পা বাড়িয়েছিল একুশ শতকে। ঘটমান রাজনৈতিক সমস্যার দিকে তার যে অনীহা সূচনাপর্বে ছিল তার অনেকখানি কাটিয়ে উঠেছিল বরিষ্ঠ বয়সে। কাশ্মীর, অসম, মাও-সে-তুং, সেকুলারিজম, বিশ্বায়ন, সন্ত্রাসবাদ, পঞ্চায়েত ব্যবস্থা সব কিছু নিয়েই 'চতুরঙ্গ'-এর প্রাবন্ধিকরা মাথা ঘামিয়েছেন। একটা নমুনা তালিকা উদ্ধার করা হল—

অসমে জনবিন্যাস ও জাতিসত্ত্বার সঙ্কট একটি পর্যালোচনা— সঞ্জিত চক্রবর্তী— ৫৬ বর্ষ-২য় সংখ্যা (ভাদ্র ১৪০৩)

কাশ্মীর কি রাষ্ট্রীয় অভিশাপ? অথবা একটি মোহনীয় চ্যালেঞ্জ?— শ্রীনিরপেক্ষ— ৫৬ বর্ষ-৩য় সংখ্যা (পৌষ ১৪০৩) ও ৫৭ বর্ষ-৩য় সংখ্যা (কার্তিক-পৌষ ১৪০৪)

সন্ত্রাসবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদ বিষয়ে দু'চারটি কথা— জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়— ৬৩তম বর্ষ-১ম ও ২য় সংখ্যা (কার্তিক-চৈত্র ১৪০০)

সেকুলারিজম এবং সে সম্পর্কে বিবিধ আপত্তি— অর্মত্য সেন (অনু. অভিজিৎ দত্ত)— ৫৮ বর্ষ-৩য় সংখ্যা

বিশ্বায়নের নানা দিক— অমলকুমার মুখোপাধ্যায়— ৫৯ বর্ষ-৪র্থ সংখ্যা (মাঘ-চৈত্র ১৪০৬)

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ শুধুমাত্র প্রবন্ধের মধ্যেই উঠে আসে তা নয়, অনেকসময় তা কবিতায়, গল্পে, অনুবাদে, গ্রন্থসমালোচনায় এমনকি বিজ্ঞাপনের মাধ্যমেও আভাসিত হয়। 'চতুরঙ্গ'-এর ৫ম বর্ষ-৪র্থ সংখ্যায় (আষাঢ় ১৩৫০) অরুণ মিত্র 'একটি নিবেদন' শীর্ষক কবিতায় লিখেছিলেন,

এবার কপালে চমৎকার ভাগ্যলিপি লিখেছে সরকার : অন্নবস্ত্র নিরুদ্দিষ্ট, হয়তো গ্রেপ্তার। সেই নগ্ন দিনের খাতিরে কিছু বাণ থাক না তূণীরে।[৮]

এই কবিতায় যেমন উত্তপ্ত চারের দশকের ঝাঁঝ পাওয়া যায়, তেমনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের নিশাল দেখা যায় ৩২ বর্ষ-৪র্থ সংখ্যায় (মাঘ-চৈত্র ১৩৭৭) প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত-র 'জার্নাল, ১৯৭১' শীর্ষক কবিতায়— মানুষের রক্ত থেকে মানুষেরই জন্ম হয়— কে তাকে ঠেকাবে?

আকাশে নিশান ওড়ে কোনদিকে, প্রিয় স্বাধীনতা, তোমাকে চেয়েছে যারা মুছে দিতে, তারা স্থির পরাজিত হবে।[৯]

২৮ বর্ষ-২য় সংখ্যায় (শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৩) প্রেমেন্দ্র মিত্র রুশ কবি অসিপ ম্যান্ডেরস্টামের চারটি কবিতার বঙ্গানুবাদ করেছিলেন। কে এই ম্যান্ডেরস্টাম? তিনি

এক রুশ কবি, যিনি স্তালিনের শোণিত-শোষণের বিভীষিকার মধ্যে বন্দী হয়েছিলেন এবং বন্দী অবস্থাতেই সাইবেরিয়াতে মারা যান।

৩৩ বর্ষ-১ম সংখ্যায় (বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৮) 'দি গুলাগ আর্কিওপেলাগো' খ্যাত আলেকজান্ডার সলঝেনিৎসিন-এর যে সাতটি কবিতার অনুবাদ সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী করেছিলেন, তাতে ধরা পড়েছে রুশ সমাজতন্ত্রের ক্ষত-যন্ত্রণা। সুধাংশু ঘোষ কৃত অনুবাদে মেরী ম্যাকার্থীর ভিয়েতনাম ভ্রমণের অভিজ্ঞতা (শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৪) পাঠ করে বাঙালি পাঠক জানতে পেরেছিল সেখানে কি চলছে।

আলবার্তো মোরাভিয়া লিখিত 'The Real Book nad the Great Wall– An Impresion, of Mao's China'-র গ্রন্থ সমালোচনা করেছিলেন সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী 'চতুরঙ্গ'-এর ৫০ বর্ষ-১ম সংখ্যায় (বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৯৬)। মোরাভিয়া বলেছেন, একদিকে মানিব্যাগের ঔদ্ধত্য, অন্যদিকে সাধারণ মানুষের হীনমন্যতা আধুনিক চীনে নেই। কেননা চীনে দারিদ্র্য ভাগাভাগি করে নিয়েছে সকলে।

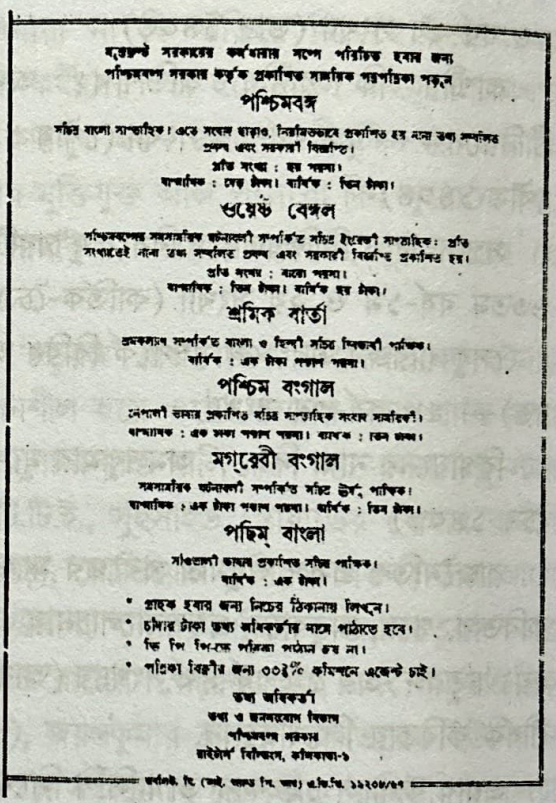

যুক্তফ্রন্ট সরকারের কর্মধারার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য
পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত সাময়িক পত্রপত্রিকা পড়ুন

পশ্চিমবঙ্গ

সচিত্র বাংলা সাপ্তাহিক। এতে সংবাদ ছাড়াও, নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয় নানা তথ্য সম্বলিত প্রবন্ধ এবং সরকারী বিজ্ঞপ্তি।
প্রতি সংখ্যা : ছয় পয়সা।
ষাণ্মাসিক : দেড় টাকা। বার্ষিক : তিন টাকা।

ওয়েস্ট বেঙ্গল

পশ্চিমবঙ্গের সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কিত সচিত্র ইংরেজী সাপ্তাহিক: প্রতি সংখ্যাতেই নানা তথ্য সম্বলিত প্রবন্ধ এবং সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।
প্রতি সংখ্যা : বারো পয়সা।
ষাণ্মাসিক : তিন টাকা। বার্ষিক ছয় টাকা।

শ্রমিক বার্তা

শ্রমকল্যাণ সম্পর্কিত বাংলা ও হিন্দী সচিত্র দ্বিভাষী পাক্ষিক।
বার্ষিক : এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

পশ্চিম বংগাল

নেপালী ভাষায় প্রকাশিত সচিত্র সাপ্তাহিক সংবাদ সাময়িকী।
ষাণ্মাসিক : এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা। বার্ষিক : তিন টাকা।

মগ্‌রেবী বংগাল

সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কিত সচিত্র উর্দু পাক্ষিক।
ষাণ্মাসিক : এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা। বার্ষিক : তিন টাকা।

পছিম্ বাংলা

সাঁওতালী ভাষায় প্রকাশিত সচিত্র পাক্ষিক।
বার্ষিক : এক টাকা।

* গ্রাহক হবার জন্য নিচের ঠিকানায় লিখুন।
* চাঁদার টাকা তথ্য অধিকর্তার নামে পাঠাতে হবে।
* ভি পি পি-তে পত্রিকা পাঠান হয় না।
* পত্রিকা বিক্রীর জন্য ৩৩১/৩% কমিশনে এজেন্ট চাই।

তথ্য অধিকর্তা
তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা-১

ডব্লিউ. বি. (আই. অ্যান্ড পি. আর) এ.বি.পি. ১১২০৮/৬৭

২৯ বর্ষ-২য় সংখ্যায় (শ্রাবণ-আশ্বিণ ১৩৭৪) প্রকাশিত সরকারি বিজ্ঞাপন

২৯ বর্ষ-২য় সংখ্যায় (শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৪) প্রকাশিত একটি সরকারি বিজ্ঞাপনে চোখ আটকে যায়। সেই বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, 'যুক্তফ্রন্ট সরকারের কর্মধারার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত সাময়িক পত্রপত্রিকা পড়ুন'। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস সরকারের অবসান ঘটিয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকার। যে ক্ষমতায় এসেছে, সেই সংবাদটি রয়ে গেছে এই বিজ্ঞাপনে। যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়েছিল ১৯৬৭ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি।

বাংলাদেশ স্বাধীনতা হওয়ার পরও যে সেখানে দুই পরস্পরবিরোধী ধারার রাজনীতি মাথা ঠোকাঠুকি করছে, তা জানা যায় বাংলাদেশের রাজনৈতিক শ্লোগান নিয়ে একটি তথ্যনিষ্ঠ লেখায়—

মুজিব মানে আর কিছু নয়, এক যমুনা রক্ত তাই তো আমরা শেখ মুজিবের ভক্ত। (আওয়ামী লীগ)[১০]

অন্য একটি দেওয়াল লিখন এইরকম—

মা এলাহা ইল্লাহ-লাহ

ধানের শিষে বিছমিল্লাহ। (বি.এন.পি.)[১১]

অক্টোবর, ১৯৮৮ সালের সুনীল সেনের একটি লেখায় স্ত্রী লায়িনাকে লেখা বুখারিনের একটি লাইন ছিটকে এসে লাগে বুকের মধ্যে—

বন্ধু যে লাল পতাকা ধরে তোমরা এগিয়ে চলেছ এবং যাবে মনে রেখো তার মধ্যে আছে আমারও এক ফোঁটা রক্ত।[১২]

গ্লাসনস্ত ও পেরেস্ত্রৈকার পথ ধরে সোভিয়েত যখন ভেঙে পড়ার দিকে এগিয়ে চলেছে তখন এই উচ্চারণ গভীর দীর্ঘশ্বাসের মত শোনায়। গান্ধীবাদের সতত স্তব-রত থাকার কথা ছিল যে পত্রিকার তার কোনো গবাক্ষই যে বন্ধ ছিল না, তা টের পাওয়া যায়।

অন্য আরেকটি দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে শেষ করা যায় 'চতুরঙ্গ'-এর রাজনৈতিক আলোচনা প্রসঙ্গ, সেটি হচ্ছে লেখকদের অবস্থানগত শৃঙ্খলার বৈচিত্র। বোধ্য ভাষায় যাকে বলে 'পলিটিক্যাল ডিসিপ্লিন'। 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় রাজনীতি বিষয়ক লেখাগুলি যাঁরা লিখেছিলেন বা যাঁদের দিয়ে লেখানো হয়েছিল, তাঁদের বিদ্যাচর্চাগত বিশেষজ্ঞতা ছিল নানামাত্রিক। তা কেমন ছিল, সেটি এই সারণীর দিকে দৃষ্টিপাত করলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়,

দর্শন	: দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
রাষ্ট্রনীতি	: অমল মুখোপাধ্যায়
অর্থনীতি	: অশোক মিত্র, সৌরিন ভট্টাচার্য, অমর্ত্য সেন
চিত্রশিল্প	: অশোক মিত্র
ইতিহাস	: সুশোভন সরকার, অমলেন্দু দে, সুনীল সেন, এ. ডাবলু. মাহমুদ, গৌতম নিয়োগী
সাহিত্য	: বুদ্ধদেব বসু, অন্নদাশঙ্কর রায়, অশ্রুকুমার শিকদার, অমিয় চক্রবর্তী, সঞ্জয় ভট্টাচার্য
মার্কসবাদ	: সুশোভন সরকার, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বদরুদীন উমর, অজয় রায়, সরোজ মুখোপাধ্যায়
গান্ধীবাদ	: শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অম্লান দত, সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
নৈরাজ্যবাদ	: অতীন্দ্রনাথ বসু
ধর্ম	: স্বামী লোকেশ্বরানন্দ
র‍্যাডিকাল হিউম্যানিজম	: মানবেন্দ্রনাথ রায়, শিবনারায়ণ রায়
নৃতত্ত্ব	: নির্মলকুমার বসু

সাংবাদিকতা : নিখিল চক্রবর্তী, শ্রী নিরপেক্ষ, সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক : জয়ন্তকুমার রায়
প্রশাসন : অন্নদাশঙ্কর রায়, হুমায়ুন কবির
ভাষাতত্ত্ব : পবিত্র সরকার
শিক্ষা প্রশাসন : সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়, সন্তোষ ভট্টাচার্য

অবস্থানগত ভিত্তির এই বৈচিত্র্যের কারণে লেখকরা রাজনৈতিক প্রসঙ্গে নানা মাত্রা সঞ্চার করেছেন। যিনি রাজনীতি জানেন, কেবল তিনিই এই পত্রিকার রাজনৈতিক নিবন্ধের রচনাকার নন। এটা 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার একটা উল্লেখযোগ্য দিক।

সূত্র নির্দেশ

১. হুমায়ুন কবির ও বুদ্ধদেব বসু (সম্পা); 'চতুরঙ্গ' ১ম বর্ষ-১ম সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৪৫, পৃ. ১১
২. হুমায়ুন কবির (সম্পা); 'চতুরঙ্গ' ৬ষ্ঠ বর্ষ-১ম সংখ্যা; বৈশাখ ১৩৫০, পৃ. ৬৭
৩. আবদুর রউফ (সম্পা); 'চতুরঙ্গ' ৫৩ বর্ষ-১১ সংখ্যা; ফাল্গুন ১৩৯৯; পৃ. ৭২৫
৪. আবদুর রউফ (সম্পা); 'চতুরঙ্গ' ৪৬ বর্ষ-১১ সংখ্যা; ফাল্গুন ১৩৯২; পৃ. ৪৯৭
৫. হুমায়ুন কবির (সম্পা); 'চতুরঙ্গ' ১২ বর্ষ-৩য় সংখ্যা, কার্তিক-পৌষ ১৩৫৭; পৃ.১০৯
৬. হুমায়ুন কবির (সম্পা); 'চতুরঙ্গ' ২৯ বর্ষ-২য় সংখ্যা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৪; পৃ.১১৯-১২০
৭. দিলীপকুমার গুপ্ত (সম্পা); 'চতুরঙ্গ' ৩২ বর্ষ-৩য় সংখ্যা; কার্তিক-পৌষ ১৩৭৭; পৃ. ২৮৬
৮. দিলীপকুমার গুপ্ত (সম্পা); 'চতুরঙ্গ' ৩২ বর্ষ-৩য় সংখ্যা; কার্তিক-পৌষ ১৩৭৭; পৃ. ২৮৯
৯. হুমায়ুন কবির (সম্পা); 'চতুরঙ্গ' ৫ম বর্ষ-৪র্থ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৫০; পৃ.২৪৭
১০. দিলীপকুমার গুপ্ত (সম্পা); 'চতুরঙ্গ' ৩২ বর্ষ-৪র্থ সংখ্যা; মাঘ-চৈত্র ১৩৭৭; পৃ. ৩২৫
১১. আবদুর রউফ (সম্পা); 'চতুরঙ্গ' ৫২ বর্ষ-৪র্থ সংখ্যা; বৈশাখ ১৩৯৮; পৃ. ৬৪
১২. আবদুর রউফ (সম্পা); 'চতুরঙ্গ' ৫২ বর্ষ-৪র্থ সংখ্যা; বৈশাখ ১৩৯৮; পৃ. ৬৬